০৯-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন এই কলিযুগী দুনিয়ার মজলিসে, এ হলো খুব বড় মজলিস, এই মজলিসে তোমরা পতঙ্গরা (পরওয়ানা) নিজেকে বহ্নির (শ্যমা) কাছে সমর্পিত (বলিহার) হয়ে পবিত্র হও"

প্রশ্ন : - বাচ্চাদের পুরুষার্থ এখনো যদি পিঁপড়ে তুল্য হয়, তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর : - কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে এখনো ক্রোধের অভ্যাস আছে, বাবার প্রতি রাগ করে তারা এই পড়া ছেড়ে দেয়, ফলে মায়া নাক - কান পাকড়ে নেয়, তাই পুরুষার্থে এগোতে পারে না। তারা পিঁপড়ে তুল্য মার্গেই থেকে যায়। বাচ্চাদের মুরলীধর হওয়ার নেশা থাকা চাই । নিজে শুনে অন্যদের শোনাতে হবে । রেজাল্ট দেখাতে হবে । যে বাচ্চারা মুরলী মিস করে, যাদের পড়ার কোনো কদর থাকে না, তারা ভাগ্যবান হতে পারে না ।

গীত : - মজলিসে জ্বলে ঝাড়বাতির শিখা, পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি । পরমপিতা পরমাত্মাকে বহ্নিও বলা হয় । অনেক নাম দেওয়ার কারণে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে । আত্মাও হলো জ্যোতি স্বরূপ । এখন তোমরা জাগ্রত জ্যোতি হচ্ছো । তোমাদের কাছে বহ্নি এখন এসেছেন । এই মজলিস তো অনেক বড় । কেউ তো এসে বাবার হয়ে যায় । বাবার হয়ে বেঁচে থেকেই বাবার প্রতি মগ্ন হয়ে যায় । দেহ - অভিমান ছাড়লেই আমার মৃত্যু হয়েছে এবং সেই কারণে দুনিয়াও মৃত আমার কাছে । তুমি কে ? আত্মা । আত্মা এই শরীরকে ছেড়ে দেয়। তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তার কাছে যেন মৃতবৎ হয়ে যায় । এখন বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা তো এখন বাবার । এই দেহভাবকে দূর করে দিতে হবে । মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহ সহিত সবকিছুই ভুলে যায় । তারা মনে করে, শরীর ছেড়ে দিয়েছে তাই সম্বন্ধও শেষ । শরীরের সাথেই তো সম্বন্ধ । তোমরা এই শরীরে থেকেও অশরীরী হও কারণ তোমাদের সম্বন্ধ এখন বাবার সাথে হয়ে গেছে । তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য বাবাও এখন শরীর ধারণ করেছেন । তিনি এই মজলিসে এসেছেন । তোমাদের মধ্যেও কেউ সম্পূর্ণ জানে, কেউ আবার অর্ধেক, কেউ তো আবার কিছুই জানে না । বাবা বলেন যে, আমি এই রচনায় এসেছি । এই কথা মানুষই বুঝবে । ভারতবাসীরা জানে যে শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের বাবা । তিনি অবশ্যই আসেন, তাঁর মন্দিরও আছে । এই মন্দির তো অনেক তৈরী হয়, যেমন ক্রাইস্ট তো একজনই ছিলো, কিন্তু তাঁর স্মরণে কতো জড় চিত্র বানানো হয়েছে । এও সেই পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে পতিত পাবন বলা হয়, এ তাঁরই মন্দির ।

এ হলো এখন পতিত দুনিয়ার মজলিস, এরপর হবে পবিত্র দুনিয়ার মজলিস । পবিত্র দুনিয়াতে তো তিনি আসেন না । পবিত্র দুনিয়ার মজলিস খুবই ছোটো এবং সুখী হয়, তাই সেখানে আসার প্রয়োজন নেই । বাবাকে আসতে হবে বড় মজলিসে । তাঁর নামই হলো পতিত - পাবন । এ হলো পতিত দুনিয়া, এরপর পবিত্র দুনিয়াও আছে । ওই নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই অল্প মানুষ থাকবে । তোমরা বাচ্চাদের মধ্যে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে প্রকৃত সেবা করো । এই সত্য সেবার প্রমাণও বের হয়। তাই বাবা এই মজলিসে এসেছেন । তিনিই পতিতকে পবিত্র করেন । এই কথা বলা হয়

যে 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম । এই ভারত হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী জন্মভূমি । মানুষ এখন ভুলে গেছে যে – শিববাবা কবে এসেছিলেন ? তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । তিনি আসেনও এই পতিত শরীরে । তাঁর মহিমা কত বড় – 'শিবায় নমঃ'। তোমাদের মহিমাও অপার । তিনি এই বৈকুন্ঠ কিভাবে স্থাপন করেন, যেই বৈকুন্ঠের মহিমাও অপরমপার । তোমরা বাচ্চারা এই কথা জানো আর এমন বৈকুন্ঠে আসার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো কিন্তু তোমাদের পুরুষার্থ ঠান্ডা পিঁপড়ের তুল্য মনে হয় ।

মায়া কারোর কান, কারোর আবার নাক পাকড়ে ফেলে । কাউকেই এই মায়া ছাড়ে না । তারা মনে করে এমন শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করবো, যেমন পত্নী তার পতিকে কতো স্মরণ করে, আর ইনি হলেন পতির পতি, বাবা । এমন বাবাকে কতো স্মরণ করার প্রয়োজন, এমন বাবার আমরা কতো মহিমা করি, গান ইত্যাদিতে শিববাবার কতো মহিমা করি । তোমার মহিমা অপার । কেন এমন মহিমা করা হয়, কোনো কারণ তো থাকবে ? তোমরা জানো যে বাবাই এই ভারতকে স্বর্গ বানান । ভারতকে তিনি কতো উঁচু বানান । রাবণ আবার ভারতকে নীচু করে দেয় । বাবা এসে তোমাদের সুখী করেন । এই দুনিয়া
কে নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করেন । এমন বাবাকে কেউই জানে না । এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই তো এখন পতিত । যদিও অশোকা হোটেলের সুখ আদি আছে কিন্তু সে সবই অল্পকালের জন্য । এ হলো মৃগতৃষ্ণার সমান রাজ্য । এখানে পাই পয়সারও সুখ নেই, কেবল দুঃখই দুঃখ । সত্যযুগে রাজা – রানী তথা প্রজা কতো সুখী থাকে । এখন তো কতই দুঃখ । মানুষ কতো ঘুষ নেয়, কতো পাপ ইত্যাদি করতে থাকে । ভারত ছিলো দৈবী সম্প্রদায় । এই ভারতের মহিমা খুবই জবরদস্ত, যা তোমরা এখন জেনেছো। মানুষ ভগবানের মহিমার গুণগান করে । মানুষ তাঁকে স্মরণ করে কিন্তু সঠিক জানে না । আরে, তোমরা যখন ভগবান বলো, তখন ভগবানের তো নাম চাই । তাঁর নাম হলো শিব । সমস্ত মহিমা তাঁরই । মানুষ তাঁর নাম – রূপ – দেশ বা কালকে জানে না । তারা বলে দেয় যে, তাঁর নাম, রূপ নেই । মানুষ বলেও থাকে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন । তারা নাম – রূপ – দেশ সবই বলে দেয়, কিন্তু দেহ – অভিমান থাকার কারণে তাঁকে স্মরণ করে না । যদিও বা স্মরণ করে তাও না বুঝে । তারা গানও গায় ----তুমি মাতা – পিতা – ------। তোমরা বোঝাতে পারো, লৌকিক মাতা – পিতা তো আছেই, তাহলে এ কোন মাতা – পিতা ? পিতা কিভাবে সৃষ্টির রচনা করেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের রাজ্য – ভাগ্য দেন – তা আর কেউই নয়, একমাত্র তোমরাই জানো । তোমাদের মধ্যেও আবার পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আছে । তোমরা বুঝতে পারো যে, শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে পড়ান । শিববাবারই এত বড় মহিমা । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে বৈকুন্ঠের মালিক বানান । তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা – সরস্বতী প্রথমে গিয়ে লক্ষ্মী – নারায়ণ হবে । এখানে জগদম্বা আর জগৎ পিতা বসে আছে । তাঁরাই এই বিশ্বের মালিক হবেন । তাঁদের সঙ্গে কুমার – কুমারীরাও আছে । এই দিলওয়ারা মন্দির কতো সুন্দর বানানো হয়েছে । এই মন্দির তো অনেক আগে বানানো হয়েছে । এখন আমরা অন্য মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি যে, এই মন্দির সম্পূর্ণ আমাদের স্মরণে তৈরী ।

তাই এই 'শিবায় নমঃ' গান তো অবশ্যই রাখা চাই । খুব ভালো ভালো দু চারটে গান রাখতে হবে । এই বাবা নিজের অনুভব বলেন যে, মনে হয় বাবার স্মরণে থেকে অন্ন গ্রহণ করবো, কিন্তু ভুলে যায়

। তিনি তো বলেন যে, আমি অভোক্তা । তাঁর তো এমনও মনে হয় না যে, এটা ভালো বা এটা খারাপ । বাবা বলেন যে, আমি আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে কেননা রাবণ তোমাদের অধিকার করে নিয়েছে । এখন তোমাদের সেই রাবণকে আবার জয় করতে হবে । রাবণ তোমাদের কড়িতুল্য করে দেউলিয়া করে দেয় । আমি তোমাদের সমর্থ বানাই । মানুষই অসমর্থ বুদ্ধির হয় । তাই এই শিবায় নমঃ গান খুবই সুন্দর, এর মহিমা এক নম্বর । আবার ভারতেরও অনেক মহিমা । ভারত ছিলো আশ্চর্য এক দেশ । গান তো আছেই -- স্বর্গ ছিলো ভারত । হীরে - জহরতের মহল ছিলো সেখানে । সে সব কোথায় গেলো ? কিভাবে মায়া প্রবেশ করলো ? সত্যযুগে দেবী - দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ - কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিলো । ভ্রষ্ট কর্ম করানোর মায়া সেখানে থাকে না । আর এখানকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ তোমরা পাও । তোমাদের দুঃখ হওয়ার কোনো কথাই নেই । পাপ করারও কোনো দরকার নেই । এখানে তো পয়সার জন্য মানুষ কতো পাপ করে । ওখানে তো অনেক ধন - সম্পদ থাকে । সেখানে তো বেহদের রাজত্ব । গায়ন আছে যে, ভারত ছিলো দৈবী রাজস্থান । ভারত যখন দৈবী রাজস্থান ছিলো, তখন দেবী - দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ ছিলো । বাবা এসে শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । তোমরা জানো যে, আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি, তাই কোনো পাপ কাজ করবো না । তোমাদের ভয় থাকা উচিত । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া নাক ধরে পাপ কাজ করিয়ে দেয় । এখন তোমরা জানো যে, এই মজলিসে বাবা এসেছেন, কেমন ভাবে তিনি মুখ বংশাবলী বানিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ বানান । অবশ্যই তাকে কোনো শরীরের ধার নিতেই হবে । তিনি বলেন - আমি সাধারণের শরীরে আসি । ইনি এনার জন্মকে জানেন না, আমি বলে দিই । এর নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি । আমি ব্রহ্মার মধ্যেই প্রবেশ করি কেননা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করতে হবে । থোড়াই বৌদ্ধ, ইসলামী বা শিখের মধ্যে প্রবেশ করবো । বাবা বলেন যে, আমাকে ওই শরীরে প্রবেশ করতে হবে, যে প্রথমে সূর্যবংশী শ্রী নারায়ণ ছিলো, তাঁকেই আমি আবার বানাই । ইনি এনার জন্মকে জানেন না । এ হলো জ্ঞান কান্ড । এই জ্ঞান বাবাই দেন । এরপর সেখানে ভক্তির নাম - নিশানা থাকে না । জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ - এই কথা বলা হয় । অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড আর অর্ধেক কল্প জ্ঞান কান্ড চলতে থাকে । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । পতিত হতেই হবে । বাচ্চাদের খুব ভালো ভালো রহস্যের কথা বুঝিয়ে বলা হয় । এমন গাওয়াও হয় যে, ভগবান এসে ভক্তদের সাথে করে নিয়ে যান । মানুষ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে যে - বাবা এসো, এই মায়ারূপী শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করো, আমাদের উদ্ধার করো । যত মিত্র - সম্বন্ধী আদি আছে, সবাইকে তিনি উদ্ধার করেন । তারপর তোমরা দৈবী মা - বাবা পাবে । তোমরা দেবী - দেবতা হয়ে যাবে । তোমাদের আত্মাও পবিত্র হয়ে যাবে । এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এরপর পবিত্র হবে । দেবতাদের অনেক প্রকারের চিত্র আছে, কিন্তু তাদের কাজ কেউই জানে না যেন মানুষ পুতুল পুজো করে । আমি না পুতুল না পুতলী, আমি নিরাকার । এই পুতুল - পুতলী তো মানুষ, আমি তা হই না । আমাকে নিরাকারই বলা হয় । তোমরা সেই পুতুলরা এখন খুবই দুঃখী, বৈকুন্ঠে তোমরা খুবই সুখী ছিলে । সুখের মহিমা হলো অপার কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়, রেগে যায় । ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকেই রেগে যায় । রেগে গিয়ে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাও ছেড়ে দেয় । আরে, তোমাদের এই বর্সা তো বাবার থেকেই নিতে হবে । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, পড়া । বাবা খুব সহজ ভাবে বুঝিয়েছেন । যদিও তোমরা না আসতে পারো, আচ্ছা, মুরলী তো চেয়ে নিয়ে পড়তে পারো । এখানে ক্ষতির তো কোনো কথাই নেই । বাকি হ্যাঁ, পুরুষার্থ করে সেবার প্রমাণ দিতে হবে । সেবার কোনো প্রমাণ না থাকলে মুরলী পাঠিয়ে কি করবে ? ধারণা করার জন্য মুরলী পড়া হয় । যদি এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও, তাহলে আর কি করতে পারবে ? বাবাকে স্মরণই করে না । কেউ যদি পাপ করে তাহলে বুদ্ধির

তালা বন্ধ হয়ে যায় । বাবা কিছুই করেন না । বাবা তো বোঝান – তোমাদের অনেক মিষ্টি হতে হবে, কাউকেই দুঃখী করো না । অন্ত সময়ে তোমরা বাচ্চারা বাবার সমান খুব মিষ্টি হয়ে যাবে । তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । মনকে জিজ্ঞেস করো – কাউকে আমরা বিরক্ত করি না তো ? এতে কেউ দুঃখ পায় না তো ? এই বাইরের লোকেরা তো খুবই বিরক্ত হবে । তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের অবশ্যই রোজ মুরলী শুনতে হবে । মুরলী না শুনলে ধারণা কিভাবে হবে ? মুরলী না শুনলে অবশ্যই মনে করবে যে তারা ভাগ্যবান নয় । মুরলী কোনোদিনই বাদ দেওয়া উচিত নয় । ব্রাহ্মণীরা তো মুরলী শিববাবার থেকেই পান । তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে । ডায়রেক্ট মুরলী তো পেতেই পার, কিন্তু নিজের সমান তৈরী করে দেখাও । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । অন্যদেরও বাবার স্মরণ করাতে থাকো । খবর জানালে তবেই জানতে পারবে । না হলে কিভাবে বুঝবে, যে তোমরা বাবার সেবা করছো ? এই সেবার অবশ্যই প্রমাণ চাই । মুরলীধর হওয়ার জন্য শখও চাই । টেপও তো মুরলীধর হয় । এও সঠিক মুরলী শোনাতে পারে । তোমরা শোনাতে পারবে না । তাই কি করার প্রয়োজন ? অন্যদের কল্যাণের জন্য টেপ রেকর্ড মেশিন নিয়ে দিতে হবে । অনেকেই যদি শোনে তাহলে যে শোনায় সে তার অনেক ফল পাবে । তোমরা তাদেরই দেবে যারা এই রহস্যের কথা জানবে । এই মুরলী শুনলে তোমরা রাজপদ পাও । আর কারোর ভাষণ শুনলে কি তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে ? অথবা মানুষ থেকে থোড়াই দেবতা হবে । এই দান তো এক নম্বর, যাতে ২১ জন্মের জন্য অনেকের কল্যাণ হয়ে যায় । টেপ রেকর্ড বা বাড়ী দান করা অনেক বড় সেবা । বাচ্চারা বসে সেবা করবে । বাড়ী তো তোমাদেরই থাকবে, তার ফল তোমরা পাবে । ওখানে এর পরিবর্তে বড় – বড় মহল পাবে । এমন সময় আসবে যখন বাচ্চারা অনেক বাড়ী পাবে । সবাই তোমাদের কাছে নত হবে । এই বাড়ী নিয়েই বা আমরা কি করবো ? আমাদের তো কেবল সেবা করতে হবে । বাড়ী নিয়ে তাতে পয়সা কেন খরচ করবো -- এই সওদাগর তো চালাক । সুবুদ্ধিসম্পন্ন সওদাগর । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) শরীরে থেকেও সবার থেকে মুক্ত হয়ে অশরীরী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু ভুলে যেতে হবে ।

২) পুরুষার্থ করে সেবার প্রমাণ দিতে হবে । মুরলী শুনতে এবং পড়তে হবে ---ধারণ করার জন্য । এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না ।

বরদান : – নিমিত্ত আর নম্রচিত্তের বিশেষত্বের দ্বারা সেবায় দ্রুত এবং প্রথম নম্বর নিয়ে সফলতামূর্ত হও

সেবাতে এগোতে গিয়ে যদি নিমিত্ত এবং নম্রচিত্তের বিশেষত্ব থাকে তাহলে সফলতা স্বরূপ হতে পারবে । যেমন তোমরা সেবার দৌড়ে হুঁশিয়ার, তেমনই এই দুই বিশেষত্বেও হুঁশিয়ার হও, এতেই সেবাতে দ্রুত

এবং প্রথম হতে পারবে । ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যদার গণ্ডীর ভিতরে থেকে, নিজেকে রুহানী সেবাধারী মনে করে যদি সেবা করো, তাহলে সফলতামূর্ত হতে পারবে । তখন পরিশ্রম করতে হবে না ।

স্লোগান : – যারা বুদ্ধির দ্বারা সদা জ্ঞান রত্ন ধারণ করে, তারাই প্রকৃত হোলি হংস ।